তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা, ২০১৯
(তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আলোকে প্রণীত)

তথ্য মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা

মুখবন্ধ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদ অনুসারে চিন্তা, বিবেক ও বাক্ স্বাধীনতা নাগরিকের অন্যতম মৌলিক অধিকার। তথ্য প্রাপ্তির অধিকার এর অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ। তথ্য প্রাপ্তির অধিকারকে জনগণের ক্ষমতায়নের একটি মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ লক্ষ্যে সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সরকারি বা বিদেশী অর্থায়নে সৃষ্ট ও পরিচালিত বিভিন্ন সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সুশাসন নিশ্চিতকরণের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ প্রণয়ন করা হয়। এর ফলে সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে জনগণের অবাধ তথ্য প্রবেশাধিকারে এক নতুন দিগন্তের সৃষ্টি হয়েছে এবং কর্তৃপক্ষের উপর নাগরিকের তথ্য প্রদানের বাধ্যবাধকতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার জন্য তথ্য কমিশন গঠন করা হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-১০ মোতাবেক তথ্য সরবরাহের প্রত্যেক কর্তৃপক্ষের 'তথ্য প্রদান ইউনিট' এর জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিযুক্ত করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

তথ্য সর্বদাই মানুষকে সচেতন করে এবং সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে। গণমাধ্যমের সহায়তায় কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা তথ্য মন্ত্রণালয়ের প্রধান লক্ষ্য। তথ্য প্রকাশ ও প্রচার সহজতর করার জন্য তথ্য মন্ত্রণালয় ৪৪টি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল, ২৮টি এফএম বেতার কেন্দ্র ও ৩২টি কমিউনিটি রেডিও পরিচালনার অনুমোদন দিয়েছে। তথ্য অধিকার আইনকে আরও গণমুখী করার লক্ষ্যে তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করার জন্য তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৬ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রকাশ ও প্রচার) প্রবিধানমালা, ২০১০ এর সাথে সংগতি রেখে তথ্য মন্ত্রণালয় স্বপ্রণোদিত হয়ে ২০১৫ সালে 'তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা, ২০১৫' প্রণয়ন করে। তারই ধারাবাহিকতায় হালনাগাদ করে 'তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা, ২০১৯' প্রণয়ন করা হয়েছে।

আশা করি, 'তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা, ২০১৯' সঠিকভাবে প্রয়োগের মাধ্যমে তথ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য প্রদান কার্যক্রম সহজতর করবে। এছাড়া, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কার্য সম্পাদনের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও গতিশীলতা বৃদ্ধি, দুর্নীতি হ্রাস এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে।

(আবদুল মালেক)
সচিব
তথ্য মন্ত্রণালয়

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নং
মুখবন্ধ	i
সূচিপত্র	ii
১। তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকার পটভূমি ও প্রয়োজনীয়তা	১
(১) তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা প্রণয়নের যৌক্তিকতা/উদ্দেশ্য	১
(২) নির্দেশিকার শিরোনাম	১
২। নির্দেশিকার ভিত্তি	২
(১) প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষ	২
(২) অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	২
(৩) অনুমোদনের তারিখ	২
(৪) নির্দেশিকা বাস্তবায়নের তারিখ	২
(৫) নির্দেশিকার প্রযোজ্যতা	২
৩। সংজ্ঞাসমূহ	২
(১) তথ্য	২
(২) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	২
(৩) বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	২
(৪) আপিল কর্তৃপক্ষ	২
(৫) তৃতীয় পক্ষ	২
(৬) তথ্য কমিশন	২
(৭) তঅআ, ২০০৯	২
(৮) তঅবি, ২০০৯	২
(৯) কর্মকর্তা	২
(১০) তথ্য অধিকার	২
(১১) আবেদন ফরম	২
(১২) আপিল ফরম	২
(১৩) পরিশিষ্ট	২
৪। তথ্যের ধরণ এবং ধরণ অনুসারে তথ্য প্রকাশ ও প্রদান পদ্ধতি	৩
(১) স্ব-প্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্য	৩
(২) চাহিদার ভিত্তিতে প্রদানযোগ্য তথ্য	৩
(৩) প্রদান ও প্রকাশ বাধ্যতামূলক নয় এমন তথ্য	৩
৫। তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা	৪
(১) তথ্য সংরক্ষণ পদ্ধতি	৪
(২) তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা	৪
(৩) তথ্যের ভাষা	৪
(৪) তথ্যের হালনাগাদকরণ	৪
৬। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ	৪
৭। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব ও কর্মপরিধি	৫
৮। বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ	৬
৯। বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব ও কর্মপরিধি	৬
১০। তথ্যের জন্য আবেদন, তথ্য প্রদানের পদ্ধতি ও সময়সীমা	৬
১১। তথ্যের মূল্য ও মূল্য পরিশোধ	৭
১২। আপিল দায়ের ও নিষ্পত্তি	৭
(১) আপিল কর্তৃপক্ষ	৭
(২) আপিল পদ্ধতি	৭
(৩) আপিল নিষ্পত্তি	৮
১৩। তথ্য প্রদানে অবহেলায় শাস্তির বিধান	৮
১৪। জনগুরত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রেস বিজ্ঞপ্তি	৯
১৫। নির্দেশিকার সংশোধন	৯
১৬। নির্দেশিকার ব্যাখ্যা	৯
১৭। নির্দেশিকার প্রাধান্য	৯
১৭। পরিশিষ্ট	১০-১৭

১। তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকার পটভূমি ও প্রয়োজনীয়তা :

তথ্য মন্ত্রণালয় গুরত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের মধ্যে অন্যতম এবং তথ্যই হচ্ছে জনগণের ক্ষমতায়নের হাতিয়ার। সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড, জাতীয় ইতিহাস-ঐতিহ্য-সংস্কৃতি ও জনকল্যাণমূলক তথ্য গণমাধ্যমের সহায়তায় অবহিতকরণের মাধ্যমে জনগণকে সচেতন, সম্পৃক্ত ও উদ্বুদ্ধকরণ এবং জনগণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করা তথ্য মন্ত্রণালয়ের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। ১৫টি দপ্তর ও সংযুক্ত সংবিধিবদ্ধ সংস্থার মাধ্যমে এ মন্ত্রণালয় সরকারের যাবতীয় উন্নয়নমূলক ও কল্যাণকর কার্যক্রমের তথ্য জনগণের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে। পাশাপাশি জনগণের আশা আকাঙ্খা ও মতামত সরকারকে অবহিত করে সরকার ও জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধ রচনা করছে। এ ছাড়া বহির্বিশ্বে প্রচার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিদেশের ৮টি গুরুত্বপূর্ণ শহরে প্রেস উইং রয়েছে। তথ্য মন্ত্রণালয় প্রচার নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, গণমাধ্যমে প্রকাশিত জনমত সরকারকে অবহিতকরণ এবং গণমাধ্যমে সরকারি তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে সরকার, জনগণ ও গণমাধ্যমের মধ্যে পারস্পারিক সম্পর্কের সেতু স্থাপন, গণমাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের নীতি ও কার্যক্রমের প্রচার ও সংরক্ষণ, দেশ-বিদেশের সংবাদ সংগ্রহ ও পরিবেশন, রাষ্ট্রীয় গুরত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের দেশ-বিদেশের অনুষ্ঠান, সফরের মিডিয়া কভারেজ, প্রেস ব্রিফিং/কনফারেন্স সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি সম্পাদন, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও বিদেশে বাংলাদেশ মিশনসমূহের প্রচার কার্যক্রম, সিনেমাটোগ্রাফিক চলচ্চিত্র প্রদর্শনের অনুমতি প্রদান এবং প্রয়োজন অনুসারে সময় সময় বিভিন্ন আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও যুগোপযোগীকরণসহ অন্যান্য কাজ করে থাকে।

(১) তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা প্রণয়নের যৌক্তিকতা/উদ্দেশ্য:

গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি সরকারি কর্মকান্ডের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে তথ্যের অবাধ প্রবাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তথ্য আদান প্রদানের মাধ্যমে সরকার ও জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধ স্থাপনে তথ্য মন্ত্রণালয় মূল ভূমিকা পালন করে থাকে। একবিংশ শতাব্দীতে উন্নয়নে প্রধান নিয়ামক শক্তি হচ্ছে তথ্য। তথ্য জানা নাগরিকের মৌলিক ও সাংবিধানিক অধিকার। তথ্য মন্ত্রণালয় জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ প্রণয়ন করে।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সুসংহত করার অন্যতম শর্ত হলো জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা। তথ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য জনগণের কাছে উন্মুক্ত হলে এ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সম্পর্কে জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিত হবে।

মন্ত্রণালয়ের অবাধ তথ্য প্রবাহের চর্চায় গতিশীলতা আনয়নের জন্য তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা, ২০১৫ হালনাগাদ করা আবশ্যক বলে তথ্য মন্ত্রণালয় মনে করে। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯, তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ ও এসংক্রান্ত প্রবিধানমালার আলোকে এবং এগুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে হালনাগাদ করে তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা, ২০১৯ প্রণয়ন করা হলো

(২) নির্দেশিকার শিরোনাম :

এ নির্দেশিকা তথ্য মন্ত্রণালয়ের 'তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা, ২০১৯' নামে অভিহিত হবে।

২। নির্দেশিকার ভিত্তি :

(১) প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষ : তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

(২) অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ : সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

(৩) অনুমোদনের তারিখ : .....

(৪) নির্দেশিকা বাস্তবায়নের তারিখ: অনুমোদনের তারিখ থেকে।

(৫) নির্দেশিকার প্রযোজ্যতা : নির্দেশিকাটি তথ্য মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থার জন্যও প্রযোজ্য হবে।

৩। সংজ্ঞাসমূহ : বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকলে এ নির্দেশিকায়

(১) 'তথ্য' অর্থ তথ্য মন্ত্রণালয়ের গঠন, দাপ্তরিক ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট যে কোনো স্মারক, হিসাব বিবরণী, প্রতিবেদন, পত্র, নমুনা, দলিল, বিজ্ঞপ্তি, আদেশ, লগ-বই, উপাত্ত-তথ্য, চুক্তি, মানচিত্র, নকশা, বই, ইলেকট্রনিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুতকৃত যে কোনো দলিল, ফিল্ম, অংকিত চিত্র, ভিডিও, অডিও অলোকচিত্র, প্রকল্প প্রস্তাব, যান্ত্রিকভাবে পাঠযোগ্য দলিল এবং ভৌত গঠন ও বৈশিষ্ট নির্বিশেষে অন্য যে কোনো তথ্যবহুল বস্তুর অনুলিপি বা প্রতিলিপিও এর অন্তর্ভুক্ত হবে। তবে শর্ত থাকে যে, দাপ্তরিক নোটশিট বা নোটশিটের প্রতিলিপি এর অন্তর্ভুক্ত হবে না।

(২) 'দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা' অর্থ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-১০ এর অধীন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিযুক্ত কর্মকর্তা।

(৩) 'বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা' অর্থ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুপস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব পালনের জন্য নিযুক্ত কর্মকর্তা।

(৪) 'আপিল কর্তৃপক্ষ' অর্থ তথ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব।

(৫) 'তৃতীয় পক্ষ' অর্থ তথ্যপ্রাপ্তির জন্য অনুরোধকারী বা তথ্য প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ ব্যতীত অনুরোধকৃত তথ্যের সঙ্গে জড়িত অন্য কোনো পক্ষ।

(৬) 'তঅআ, ২০০৯' অর্থ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯।

(৭) 'তথ্য কমিশন' অর্থ তঅআ, ২০০৯ এর ধারা ১২ এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত তথ্য কমিশন।

(৮) 'তঅবি, ২০০৯' অর্থ তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯।

(৯) 'কর্মকর্তা' অর্থে কর্মচারীও অন্তর্ভুক্ত হবে।

(১০) 'তথ্য অধিকার' অর্থ কোনো কর্তৃপক্ষের নিকট হতে তথ্য প্রাপ্তির অধিকার।

(১১) 'আবেদন ফরম' অর্থ তঅবি, ২০০৯ এর তফসিলে নির্ধারিত আবেদন ফরম।

(১২) 'আপিল ফরম' অর্থ তঅবি, ২০০৯-এর তফসিলে নির্ধারিত আপিল আবেদনের ফরম।

(১৩) 'পরিশিষ্ট' অর্থ এ নির্দেশিকার সঙ্গে সংযুক্ত পরিশিষ্ট।

৪। তথ্যের ধরন এবং ধরন অনুসারে তথ্য প্রকাশ ও প্রদান প্রদ্ধতি;

তথ্য মন্ত্রণালয়ের সমুদয় তথ্য নিম্নোক্ত ৩ শ্রেণীতে ভাগ করা হবে এবং নির্ধারিত বিধান অনুসারে তা প্রদান ও প্রকাশ করা হবে।

(১) স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্য :

(ক) তথ্য মন্ত্রণালয় স্বপ্রণোদিত হয়ে এ ধরনের তথ্য নোটিশ বোর্ডে, ওয়েবসাইটে, মুদ্রিত বই, প্রতিবেদন আকারে, পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এবং প্রচারণাসহ অন্যান্য গ্রহণযোগ্য মাধ্যমে প্রকাশ ও প্রচার করবে।

(খ) এ ধরনের তথ্য চেয়ে কোনো নাগরিক আবেদন করলে তখন তা চাহিদার ভিত্তিতে প্রদানযোগ্য তথ্য হিসেবে বিবেচিত হবে এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নির্ধারিত পন্থায় আবেদনকারীকে তা প্রদান করবেন।

(গ) তথ্য মন্ত্রণালয় প্রতি বছর একটি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করবে এবং বার্ষিক প্রতিবেদনে তঅআ, ২০০৯ এর ধারা ৬(৩) এ উল্লিখিত তথ্যসমূহ সংযোজন করবে।

(ঘ) তথ্য মন্ত্রণালয় স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্যের একটি তালিকা প্রস্তুত করবে এবং তথ্য মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে তা প্রকাশ ও প্রচার করবে।

(২) চাহিদার ভিত্তিতে প্রদানযোগ্য তথ্য :

(ক) এ ধরনের তথ্য কোন নাগরিকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ নির্দেশিকার ১০ ও ১১ অনুচ্ছেদে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রদান করতে হবে।

(খ) তথ্য মন্ত্রণালয় চাহিদার ভিত্তিতে প্রদানযোগ্য তথ্যের একটি তালিকা প্রস্তুত করবে এবং তথ্য মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে তা প্রকাশ ও প্রচার করবে।

(৩) প্রদান ও প্রকাশ বাধ্যতামূলক নয়, এমন তথ্য :

এ নির্দেশিকার অন্যান্য অনুচ্ছেদে যা কিছুই থাকুক না কেন, তথ্য মন্ত্রণালয় নিম্নোক্ত তথ্যসমূহ প্রদান বা প্রকাশ বা প্রচার করতে বাধ্য থাকবে না:

(ক) তথ্য প্রকাশিত হলে কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা ক্ষুণ্ন হতে পারে এরূপ তথ্য;

(খ) আদালতে বিচারাধীন কোন বিষয় অথবা যা প্রকাশে আদালত বা ট্রাইব্যুনালের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে অথবা যার প্রকাশ আদালত অবমাননার শামিল এরূপ তথ্য;

(গ) তদন্তাধীন কোনো বিষয় যার প্রকাশ তদন্ত কাজে বিঘ্ন ঘটাতে পারে এরূপ তথ্য;

(ঘ) কোনো ক্রয় কার্যক্রম সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে বা এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ক্রয় বা এর কার্যক্রম সংক্রান্ত কোনো তথ্য;

(ঙ) আইন দ্বারা সংরক্ষিত কোনো ব্যক্তির গোপনীয় তথ্য;

(চ) নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন পত্র বা পরীক্ষায় প্রদত্ত নম্বর সম্পর্কিত আগাম তথ্য;

(ছ) কোনো তথ্য প্রকাশের ফলে কোন তৃতীয় পক্ষের বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এরূপ বাণিজ্যিক বা ব্যবসায়িক অন্তর্নিহিত গোপনীয়তা বিষয়ক, কপিরাইট বা বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ (Intellectual Property Right) সম্পর্কিত তথ্য;